"সমবায়ই শক্তি"

৩৯তম জাতীয় সমবায় দিবস-২০১০

৬ নভেম্বর, শনিবার

সমবায় অধিদপ্তর

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

২২ কার্তিক ১৪১৭
০৬ নভেম্বর ২০১০

বাণী

ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে দেশে ৩৯তম জাতীয় সমবায় দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'সমবায়ই শক্তি' যা সমবায়ের অন্তর্নিহিত চেতনাকে তুলে ধরেছে বলে আমি মনে করি। আজকের এ দিনে দেশের সমবায় আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতা অর্জনে সমবায় আন্দোলনের ভূমিকা অপরিসীম। শতাব্দী প্রাচীন এ আন্দোলন বাংলাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লেও ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে আমাদের আরো কাজ করে যেতে হবে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশগড়ার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে সমবায় আন্দোলনকে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে রাষ্ট্র পরিচালানায় এ ধারাবাহিকতা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়নি। সমবায় আন্দোলনের কার্যকারিতাকে গণমানুষের ভাগ্য উন্নয়নে কাজে লাগিয়ে তাদের মাঝে আশা ও প্রেরণা সৃষ্টি করতে হবে। গ্রাম ও শহরের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে সমবায়ের পতাকাতলে একতাবদ্ধ করে তাদের মধ্যে কর্মস্পৃহা ও উদ্যোগী মনোভাব সৃষ্টি করে সার্বিক জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে উঠুক, জাতীয় সমবায় দিবসে-এটাই সকলের প্রত্যাশা।

আমি ৩৯তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২২ কার্তিক ১৪১৭
০৬ নভেম্বর ২০১০

বাণী

জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষ্যে দেশের সকল সমবায়ীকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। এবার ৩৯তম জাতীয় সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে **'সমবায়ই শক্তি'** যা মূলত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর সমবায় সমিতির মাধ্যমে ঐক্যপ্রতিষ্ঠা করে দারিদ্র বিমোচন, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির চেতনারই প্রতিফলন।

স্বাধীনতার পরপরই আমাদের মহান নেতা **জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান** সমবায় আন্দোলনকে দেশ উন্নয়নের অন্যতম কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এর ফলে তখন দেশব্যাপী সমবায় আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে সেই উৎসাহ উদ্দীপনার ধারাবাহিকতা নানাকারণে সেভাবে রক্ষিত হয়নি। তবে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও সংস্থার মাধ্যমে বর্তমানেও সমবায়ের বিশাল কর্মযজ্ঞ পরিচালিত হচ্ছে। এর ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ সরাসরি উপকার পাচ্ছে ও সুফল ভোগ করছে।

বর্তমান সরকার দেশের সকল দরিদ্র মানুষের কাছে সমবায়ের সুফল পৌছে দিতে অঙ্গীকার নিয়ে কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত উদ্যোগে গৃহীত **'একটি বাড়ী একটি খামার'** প্রকল্প দেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আমরা মনে করি। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে সমবায়ের কৌশলকেও কাজে লাগানো হচ্ছে। এছাড়া সমবায় অধিদপ্তর, সমবায় ব্যাংক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, বার্ড, আরডিএ ও অন্যান্য অধিদপ্তর ও সংস্থার মাধ্যমে অন্যান্য কর্মসূচির বাস্তবায়ন সমবায় আন্দোলনকে ব্যাপকভাবে সারাদেশে ছড়িয়ে দিতে কার্যকর অবদান রাখছে। আমরা বিশ্বাস করি সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমেই স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তুলে স্বাধীনতার চেতনা ও স্বপ্নকে বাস্তবায়নে আমরা সক্ষম হবো। এ জন্য চাই দেশের সকল শ্রেণীর পেশার মানুষ ও গণপ্রতিনিধিদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও অঙ্গীকার।

আমি ৩৯তম জাতীয় সমবায় দিবস উদ্‌যাপনের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম

ভারপ্রাপ্ত সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, ঢাকা

২২ কার্তিক ১৪১৭
৬ নভেম্বর ২০১০

বাণী

প্রতিবারের মতো নভেম্বর মাসের ১ম শনিবার হিসেবে এবারও ৬ নভেম্বর দেশব্যাপী উদ্‌যাপিত হচ্ছে জাতীয় সমবায় দিবস। কৃষি ও কৃষকের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্য নিয়ে এ উপমহাদেশে ১৯০৪ সালে সমবায় আন্দোলন যাত্রা শুরু করেছিল। নানা চড়াই উৎরাই পার হয়ে ১০০ বছর ধরে টিকে থাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায়ের উপযোগিতাকেই প্রমাণ করে।

স্বাধীনতার পর আমাদের মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায় আন্দোলনকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়ে সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমে সোনার বাংলার স্বপ্ন বাস্তবায়নে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অন্যতম কৌশল হিসেবে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-র সরকারও বাংলাদেশের মানুষের দিনবদলের সনদ হিসেবে গৃহীত কর্মসূচি রূপকল্প-২০২১ ঘোষণা করেছেন। রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্য অর্জনে সমবায় অন্যতম মানবিক প্রযুক্তি হিসেবে কার্যকর অবদান রাখতে পারে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পূর্বশর্ত দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ। আর দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-র ব্যাক্তিগত উদ্যোগে গৃহীত **'একটি বাড়ী একটি খামার'** প্রকল্প নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। গ্রামভিত্তিক সংগঠন গড়ে তুলে সমবায়কে কার্যকর কৌশল হিসেবে গ্রহণ করে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ দারিদ্র বিমোচনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স প্রকল্প, চর জীবিকায়ন প্রকল্প, ইইপি প্রকল্প, অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি, হতদরিদ্রদের কর্মসংস্থান প্রকল্প, গ্রামীণ মহিলাদের উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি, বার্ড ও আরডিএ-র এর বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো ও গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প, কৃষি বীমা স্কিম, ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে গবাদিপশু পালনসহ আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচি, গারো সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার উন্নয়ন প্রকল্প, সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প, মৃৎশিল্প উন্নয়ন প্রকল্পসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের প্রায় ৪০ লাখ পরিবার সরাসরি সমবায় কার্যক্রমের সুফল ভোগ করছে। আমরা এই কার্যক্রমের আওতায় দেশের সকল শ্রেণী ও পেশার দরিদ্র মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। আমার বিশ্বাস সংশ্লিষ্ট সকলের প্রচেষ্টায় আগামীতে সমবায় আন্দোলন এক নবতর অধ্যায়ের সূচনা করবে।

এ প্রত্যাশা পোষণ করে আমি ৩৯ তম জাতীয় সমবায় দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

মোহাম্মদ গোলাম কুদ্দুস

সমবায়ই শক্তি : গড়তে হবে গণমুখী সমবায় আন্দোলন

- আবুল বারকাত
অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এবং সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

মানবজীবনে সম্মিলিত ইতিবাচক প্রয়াস কখনো ব্যর্থ হয় না। সম্মিলিত প্রয়াসে মানুষের সৃজনশীল শক্তির উদ্ভব এবং বিকাশ সম্ভব– যেখানে গণমানুষের সুখ-সমৃদ্ধি নিশ্চিত হতে পারে। আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জীবন দর্শন ছিল এ-দেশের গণমানুষের সুখ-সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এক গভীর মানবিক সংগ্রামী দর্শন। বঙ্গবন্ধুর এ-দর্শনের ভিত্তিমূল হলো একটি ঐতিহাসিক বিশ্বাস যে "কেবলমাত্র জনগণই ইতিহাস সৃষ্টি করে"। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন হলো অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক মুক্তি-মধ্যস্থতাকারী উন্নয়ন দর্শন, যা বিনির্মাণে নিয়ামক ভূমিকায় থাকবে জনগণ। যার ধারাবাহিকতায় একটি মুক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জন্ম হলো "গণপ্রজাতন্ত্রী" বাংলাদেশ যেখানে সাংবিধানিকভাবেই "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ" [বাংলাদেশ সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৭(১)]।

বঙ্গবন্ধুর গভীর মানবিক সংগ্রামী এ-দর্শনের প্রতিফলনই হলো তার স্বপ্ন: "সোনার বাংলার স্বপ্ন", "দুখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর স্বপ্ন", "শোষণ-বঞ্চনা-দুর্দশামুক্ত বাংলাদেশ-এর স্বপ্ন"। এ-স্বপ্ন প্রতিফলিত হয়েছিলো বঙ্গবন্ধুর ডাকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় যেখানে স্বপ্ন ছিলো স্বাধীন বাংলাদেশে জনগণের জন্য কমপক্ষে ২টি বিষয় নিশ্চিত করা: **(১) মানুষে-মানুষে বৈষম্য দূর, এবং (২) অসাম্প্রদায়িক মানস কাঠামো বিনির্মাণ।**

বাংলাদেশে সমবায়: ফিরে দেখা

এদেশের সমবায়ের ইতিহাস আসলে ৫০০ বছরের হলেও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক সমবায় গঠনের বয়স ১০০ বছরের বেশি। একটি পদ্ধতি এ-সুদীর্ঘকাল টিকে থাকার মধ্য দিয়েই এর গ্রহণযোগ্যতা ও উপযুক্ততা প্রমাণ হয়। যদিও সরকারী ও ব্যক্তিখাতের তুলনায় সমবায় খাতের ব্যবহার ও বিকাশ আমাদের দেশে এখনো সীমিত এবং ক্ষেত্র বিশেষে অপরিকল্পিত তথাপি এ-দীর্ঘযাত্রায় সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বেশ কিছু কর্মসূচি মাঠ পর্যায়ে তুলনামূলক সফলভাবে বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা রয়েছে সমবায় অধিদপ্তরের।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশের সমবায়ী উদ্যোগকে সর্বোচ্চ পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হয়। ১৯৭২ সনে আমাদের দেশে দু'ধরনের সমবায়ী নীতি চালু হয়: (১) সমবায় বিভাগের অধীনে চিরায়ত সমবায়, (২) সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির (আইআরডিবি) অধীনে দ্বিস্তর বিশিষ্ট নতুন সমবায়।

দারিদ্র পীড়িত ও নিরর কৃষকদেরকে সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে উন্নত বীজ, সার ও সেচ পদ্ধতি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এ-দেশে সমবায়ের অবদান অনস্বীকার্য। এ লক্ষ্যে দেশের প্রায় প্রতিটি গ্রামে কৃষকদেরকে সংগঠিত করে সমবায় সমিতি গড়ে তোলা হয় এবং সম্প্রসারণ কর্মীরা বাড়ী বাড়ী ঘুরে এবং প্রয়োজনে রাত্রি যাপন করে কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন। যার ধারাবাহিকতায় ১৯৮০'র দশকের মাঝামাঝি এদেশে প্রথম সবুজ বিপ্লব সূচিত হয়। অনভিজ্ঞ কৃষকদেরকে আধুনিক ব্যবস্থাপনায় গাভী পালন, গাভীর জাত উন্নয়ন এবং সংগৃহীত দুধ প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে শহরাঞ্চলের অনভ্যস্ত ভোক্তাদের কাছে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য দগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি ও মিল্ক ভিটার সৃষ্টি সমবায় অধিদপ্তরের একটি বড় সাফল্য হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতির সংখ্যা ১,৮৩৬ এবং ফেডারেশনের সংখ্যা একটি যা মিল্ক ভিটা নামে পরিচিত। মিল্ক ভিটার মাধ্যমে বাৎসরিক দুধ সংগ্রহের পরিমাণ প্রায় ৭.৫ কোটি লিটার এবং বাৎসরিক লেনদেন প্রায় ৩৫০ কোটি টাকা। মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা প্রায় ০৭ লক্ষ ৫৫ হাজার এবং মিল্ক ভিটায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় এক হাজার এক শত। বর্তমানে বাজারজাতকৃত মোট পাস্তরিত তরল দুধের প্রায় ৬০ শতাংশ সরবরাহ করে মিল্ক ভিটা।

ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা প্রবর্তন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, স্বাভাবিক উন্নয়ন সুবিধাবঞ্চিত সংখ্যালঘু অনগ্রসর ও পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর জীবন-কুশলতা বৃদ্ধিতে সমবায়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাছাড়া মানব উন্নয়ন ও নেতৃত্ব সৃষ্টিতে সমবায়ের অবদান যথেষ্ট। দেশের সর্বস্তরে বিশেষ করে পল্লী এলাকায় সমবায়ের মতো আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনায় অংশগ্রহণ সাধারণ মানুষের জন্য এক বিরাট ও মহৎ অভিজ্ঞতা। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আইন মোতাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালনা, নির্বাচন ও সভা অনুষ্ঠান, হিসাব রক্ষণ, অডিটসহ আর্থিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার অনুশীলনের মধ্য দিয়ে সমবায়ের সদস্যদের যে নেতৃত্ব, দায়িত্বশীলতা ও চেতনার বিকাশ ঘটে তা ঐ সকল সদস্যদেরকে সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্যান্য কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে অন্যদের তুলনায় অনেক বেশী দায়িত্বশীল করে তোলে।

সমবায়ে সুশাসন ও দুর্বলতা

সুশাসন-সমবায় সাফল্যের পূর্বশর্ত। সুশাসিত সমবায়ের মূল বৈশিষ্ট হতে হবে নিম্নরূপ: (ক) দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতায় অগ্রাধিকার প্রাপ্ত উদ্দেশ্যে পরিচালিত; (খ) উদ্দেশ্য পূরণের জন্য পরিচালিত কার্যক্রম তুলনামূলক সুবিধা বিবেচনাপ্রসূত এবং নৈতিকভাবে সৎ ও ব্যবসায়িকভাবে দক্ষ ব্যবস্থাপনা দ্বারা পরিচালিত। ফলে ঐ সমিতি সদস্যদের জন্য আর্থ-সামাজিক সুবিধা সৃষ্টি ও বন্টনে সক্ষম; এর সদস্যরা প্রশিক্ষিত এবং সমিতির উদ্দেশ্য, কার্যক্রম ও নিজেদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন; (গ) সমিতি পরিচালনার বিষয়ে সংশিষ্ট সমবায় আইন ও বিধি সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা কমিটি অবহিত এবং অভ্যন্তরীণ ও বহিঃদ্বন্দ্ব মোকাবেলায় বিশেষভাবে পারদর্শী; (ঘ) স্থানীয়ভাবে সোচ্চার নাগরিক সংস্থা হিসেবে কাজ করতে পারা। তত্ত্বীয়ভাবে সমবায় পদ্ধতি এবং সমবায় সংগঠনের কার্যক্রম সুশাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত। সমবায়ের ৭টি নীতিমালার সবই সুশাসন বান্ধব। এগুলো হচ্ছে স্বতস্ফূর্ত ও অবাধ সদস্যপদ; সদস্যদের গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ; সদস্যদের আর্থিক অংশগ্রহণ; স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধীনতা; প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার প্রসার; সমবায় সহযোগিতা; এবং সামাজিক অঙ্গীকার।

সমবায়ের মধ্যে সুশাসন অন্তর্নিহিত থাকলেও সুদীর্ঘ ১০০ বছরের বেশী সময়কাল যাবত এদেশে সমবায়ের যে চর্চা হয়ে আসছে তাতে সুশাসন কতটুকু বিদ্যমান তা' নিরূপণ প্রয়োজন। সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক সংকলিত সর্বশেষ (জুন/২০১০) ত্রৈমাসিক পরিসংখ্যান রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা ১,৬৯,৩০৫টি। এর মধ্যে ২২টি জাতীয়/জাতীয় পর্যায়ের, ১০৯৯টি কেন্দ্রীয় এবং ১,৬৮,১৮৪ টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি। এ-সকল সমবায়ের ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা প্রায় ৮৭ লক্ষ।

সমবায় সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সমবায় সমিতি তাদের কার্যক্রমে প্রশংসনীয় সফলতা অর্জন করেছে। কিন্তু পাশাপাশি অনেক সমবায় সমিতি– বিশেষ করে পল্লী এলাকার বিআরডিবি সমর্থনপুষ্ট কৃষক এবং বিত্তহীন সমবায় সমিতিগুলো আকারে খুবই ছোট এবং আর্থিক ভিত্তি খুবই দুর্বল। সমবায় নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনায় অসমবায়ীদের অনুপ্রবেশ লক্ষ্যণীয়। উৎপাদন পর্যায়ে অনেক সমবায় সমিতি সংগঠিত থাকলেও বাজারজাতকরণে একমাত্র দুগ্ধ খাত ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে সমবায়ের তেমন উপস্থিতি চোখে পড়ে না। ফলে উৎপাদনকারী সমবায়ী ও চূড়ান্ত ভোক্তা শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণে ও মধ্যসত্ত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য ঠেকাতে সমবায়ের ব্যর্থতা লক্ষ্যণীয়। এছাড়াও আছে– দূর্বল, অদক্ষ ও অসৎ ব্যবস্থাপনা এবং সদস্যদের সম্পৃক্তকরণে ব্যর্থতা। সমবায় আইন ও বিধির প্রয়োগ এবং অনুশীলন দুর্বল বা ক্ষেত্র বিশেষে অনুপস্থিত। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার দিক বিবেচনায় সমবায় সমিতির বর্তমান সংখ্যা অতিরিক্ত বলে প্রতীয়মান। বিদ্যমান সমবায় সমিতগুলোর মধ্যে একটি বিরাট সংখ্যা অকার্যকর এবং সম্ভাবনাহীন। সমবায়ের নীতি ও মূল্যবোধের অনুশীলন অনেকক্ষেত্রেই অনুপস্থিত– ফলে অন্তর্কলহ এবং বিবাদ বিসম্বাদ লক্ষণীয়। অনেক ক্ষেত্রে অনাকাঙ্খিত হস্তক্ষেপের কারণে সমিতির স্বাভাবিক কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়। স্বাধীন, স্বাবলম্বী ও ঋণমুক্ত শহুরে সমবায়ের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। এ-সকল সমিতিই বর্তমানে সফল যদিও তাদের কার্যক্রম পরিচালনায় অনেক ক্ষেত্রেই আইনী সমর্থনের অভাব রয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর "গণমুখী সমবায়" চিন্তা ও "রূপকল্প ২০২১"

অথচ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের অন্যতম প্রধান উপাদান ছিল তাঁর স্বপ্নের বাংলাদেশ বিনির্মাণে সমবায়কে গণমুখী করে এর অন্তর্নিহিত শক্তি পুরোমাত্রায় ব্যবহার করা। আর সে কারণেই **মালিকানার নীতি** বিষয়ে সংবিধানের ১৩নং অনুচ্ছেদে বলা হলো গুরুত্বক্রম অনুসারে রাষ্ট্রে মালিকানা ব্যবস্থা হবে প্রথমত **রাষ্ট্রিয় মালিকানা**, দ্বিতীয়ত **সমবায়ী মালিকানা**, তৃতীয়ত **ব্যক্তিগত মালিকানা**। বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখতেন দেশের প্রতিটি গ্রামে সমবায় সমিতি গঠন করা হবে। সমবায় নিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন যে কত গভীরে প্রোথিত ছিল এবং কত সুদূরপ্রসারী চিন্তাসমৃদ্ধ তা লক্ষ্য করা যায় ১৯৭২ সনের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত তাঁর বক্তব্যের মধ্যে। গুরুত্বের কারণে বঙ্গবন্ধুর বক্তব্যের কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি;

> "আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে – এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা সমবায়ের পথ– সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ। সমবায়ের মাধ্যমে গ্রাম-বাংলায় গড়ে উঠবে ক্ষুদ্র শিল্প যার মালিক হবে সাধারণ কৃষক, শ্রমিক এবং ভূমিহীন নির্যাতিত দুঃখী মানুষ। কিন্তু এই লক্ষ্যে যদি আমাদের পৌছাতে হয় তবে অতীতের ঘুনে ধরা সমবায় ব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্তন করে একটি সত্যিকারের গণমুখী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। আমাদের সমবায় আন্দোলন হবে সাধারণ মানুষের যৌথ আন্দোলন-কৃষক, শ্রমিক, মেহনতী জনতার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। তাদের দেখতে হবে যে সমবায় সংস্থাগুলো যেন সত্যিকারের জনগণের প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে উঠে। জেলে সমিতি, তাঁতী-সমিতি, গ্রামীণ কৃষক-সমিতি যেন সত্যিকারের জেলে, তাঁতী, কৃষকের সংস্থা হয়, মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী বা ধনী কৃষক যেন আবার এই সমিতিগুলোকে দখল করে অতীত দুর্নীতির পুনরাবৃত্তি না করে।"

বঙ্গবন্ধুর সমবায় আন্দোলন কেন্দ্রিক মানবিক উন্নয়ন দর্শনের ধারাবাহিকতায় যুক্তিযুক্তভাবেই বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতোমধ্যে সমবায়ভিত্তিক গ্রাম উন্নয়নের লক্ষ্যে হাতে নিয়েছেন বিভিন্ন কর্মসূচী ও উন্নয়ন প্রকল্প - যেমন আশ্রয়ন প্রকল্পের আওতায় ছিন্নমূল মানুষদেরকে সংগঠিত করে গৃহ ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা। বাস্তবায়নাধীন "সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি" এর আওতায় প্রতিটি গ্রামকে একটি সমবায়ের আওতায় এনে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রতিটি বাড়ীকে একটি খামারে রূপান্তর করার জন্য বাস্তবায়ন করা হচ্ছে "একটি বাড়ী একটি খামার" প্রকল্প। এর আওতায় সুবিধাভোগীদের সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে তাদের নিজস্ব সম্পদের উত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার পাশাপাশি গ্রামের অব্যবহৃত ও পতিত সম্পদ ব্যবহারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আদিবাসী গারো সম্প্রদায়কে সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে তাদের জীবনযাত্রার উন্নয়নের লক্ষ্যে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে "গারো সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার উন্নয়ন" প্রকল্প। বাংলাদেশের আদিবাসী মানুষদের জন্য প্রথমবারের মত গৃহীত এ প্রকল্প ইতোমধ্যে সর্বমহলে বিশেষভাবে প্রশংসিত হচ্ছে যা প্রকারান্তরে সরকারের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি করছে। এছাড়া সমবায় ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচন, সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনমান উন্নয়ন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও অর্থায়ন এবং উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকল্পে সমবায় ভিত্তিক বাজার ব্যবস্থার উন্নয়নে চলতি অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সমবায় অধিদপ্তরের জন্য অন্তর্ভূক্ত আছে আরও ৫টি উন্নয়ন প্রকল্প।

লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে এসব সমবায় সত্যিকার অর্থেই বঙ্গবন্ধু নির্দেশিত গণমুখী সমবায় হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। বাংলাদেশে গণমুখী সমবায় আন্দোলনের পথে সাধারণতঃ যেসব প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করা হয়ে থাকে তার মধ্যে সমবায়ের প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী সম্বলিত জাতীয় নীতিমালা ও সমবায়-বান্ধব আইনের অনুপস্থিতি, সমবায় অধিদপ্তরের দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবলসহ লজিষ্টিক সাপোর্টের অভাব, অসমবায়ীদের অনুপ্রবেশ ও অযাচিত হস্তক্ষেপ, সমবায় সদস্যদের মধ্যে মূল্যবোধের অভাব ইত্যাদি। বাংলাদেশ সমবায়ই শক্তি হিসেবে হয়ে ওঠার নেপথ্যে অন্যান্য বাধাগুলো হল– উপযুক্ত বাস্তবমুখী শিক্ষার অভাব, সততার অভাব, দুর্নীতির প্রভাব, স্বজনপ্রীতি, ঋণ আদায়ের অব্যবস্থা, জনসমর্থন ও মূলধনের অভাব, অর্থনৈতিক সংকট এবং যথার্থ সমবায়ী মনমানসিকতার অভাব।

বর্তমান প্রোপটে অর্থবহ ভূমিকা পালনের জন্য তাই এসব সমস্যা সমাধানে ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সে লক্ষ্যে প্রথমেই বলা উচিত জাতীয় সমবায় নীতিমালার কথা। সমবায় কার্যক্রমে গতিশীলতা বাড়াতে সমবায়ের প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী সম্বলিত একটি জাতীয় সমবায় নীতিমালা থাকা জরুরি। বিদ্যমান সমবায় আইন ও বিধিমালা সংশোধন করে সময়োপযোগী ও সমবায়-বান্ধব করতে হবে। সমবায় সমিতির কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, দক্ষতা ও সঠিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করতে হবে। অন্য কোনো মহল যাতে সমবায় প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ও চরিত্র নষ্ট করতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে। উড়ে এসে জুড়ে বসা, সুযোগসন্ধানী, দুর্নীতিবাজ ও মামলাবাজদের বহিষ্কার করে গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচিত প্রকৃত সমবায়ীদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করতে হবে। সমবায়ীদের জন্য সময়োপযোগী, পেশাভিত্তিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সংস্কার ও পুনর্বিন্যাস করতে হবে। বর্তমানে অসংখ্য সমবায় সমিতি অকার্যকর ও সম্ভাবনাহীন অবস্থায় বিরাজ করছে। এগুলোর পেছনে প্রতি বৎসর অহেতুক জনবল ও সময় ব্যয় হচ্ছে। কাজেই এগুলোকে দ্রুত গুটিয়ে ফেলার উদ্যোগ নিতে হবে। বিদ্যমান প্রায় ১ লক্ষ ৬৯ হাজার সমিতির মধ্যে প্রায় ৯৩,০০০ সমিতি বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সংগঠিত। বিআরডিবি সমর্থনপুষ্ট এসব সমিতির দায়িত্ব বিআরডিবির কাছে হস্তান্তর করা যেতে পারে। সমবায় কৃষি ঋণ কার্যক্রম পুনঃ প্রচলন এবং ঋণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও দতা আনয়নের জন্য বিদ্যমান ঋণ বিতরণ ও আদায় পদ্ধতির সংস্কার ও নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। তাছাড়া সমবায় খাতের অর্থায়নের জন্য একটি পৃথক আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন জরুরি। সে-লক্ষ্যে বিদ্যমান বাংলাদেশ